ফিচারস/ব্যাংক

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

৩

36

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী ব্যাংকে কোনো আমানত রাখবে না

।। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্।।

বেসরকারী ব্যাংকে টাকা আমানত রাখার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতির ঘোর বিরোধী। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ বিভিন্ন দফতরকে যে নির্দেশ দিয়েছে তাতে মনে হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ওই মন্ত্রণালয় প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে আছে।

গত ৭ই আগস্ট তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় এক সার্কুলার জারি করে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়েছিল যে সরকারী আমানতের চল্লিশ ভাগ বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে রাখা যাবে। সরকারী আমানত বলতে মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্থ সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের আমানত বোঝানো হয়।

ওই মাসের অর্থাৎ ২৭শে আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ সকল আপিসে নির্দেশ পাঠায় যে এক পয়সাও বেসরকারী ব্যাংকে রাখা চলবে না। বরং ইতোমধ্যে যদি কোন আমানত বেসরকারী ব্যাংকে

আমানত : পৃঃ ১০ কঃ ৭

আমানত : শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১ম পাতার পর)

জমা দেয়া হয়ে থাকে তার সবটা তুলে নিয়ে সরকারী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সার্কুলারটির অনুলিপি কোন ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক বা অর্থ মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়নি। ওই মন্ত্রণালয়ের চৌহদ্দিতেই সার্কুলারটি বিতরণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সরকারী আমানত নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। এই দুই মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কার্যক্রমও হাতে নিয়েছে। রীতিমত রাজায় রাজায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অর্থ আমানতের ব্যাপার এ ক্ষেত্রে নলখাগড়া হিসেবে প্রাণ হারাবার উপক্রম হয়েছে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর।

বর্তমান সরকারের ঘোষিত এবং অনুসৃত নীতি হচ্ছে সবক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানো, যাতে শক্তিশালী বেসরকারী খাত দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় নতুন গতিবেগ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এ বছর ৭ই আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সার্কুলার জারি করে বেসরকারী ব্যাংকের প্রতি পৃষ্ঠ-পোষকতার ওই পদক্ষেপ নেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেখাদেখি সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও যদি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের বিরুদ্ধতা করতে শুরু করে তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারটি শিগগিরই অর্থহীন বাজে কাগজে রূপান্তরিত হবে।

বেসরকারী ব্যাংকে আমানত রাখলে সুদ বাবদ সরকারী ব্যাংকের তুলনায় কিছু বেশি পাওয়া যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের কিছু বাড়তি আয় হারাচ্ছে জেনেও আমানত জমা করার জন্যে সরকারী ব্যাংকগুলোকে বেছে নিয়েছে কেন তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। হতে পারে এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে নেহাত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টাকা পয়সার ওপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের খবরদারি ব্যাহত করার লক্ষ্য সামনে রেখে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই আচরণের ফলে সাধারণভাবে সরকার যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে সে দিকটা হয়তো কেউ ভেবে দেখেননি। এমনি পদক্ষেপ সরকার ঘোষিত অর্থ-নৈতিক নীতিমালারও পরিপন্থী। নীতি অনুসরণের ব্যাপারে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে এরকম সমন্বয়ের অভাব সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করবে কেবল তাই নয়, এর ফলে আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্কের অবনতি হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার জারি হবার বিশ দিনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় লিখিতভাবে যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা যে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তা সংশ্লিষ্ট নির্দেশটি পড়লে বোঝা যায়।